সোয়াজিল্যান্ডের
প্রেমিক রাজা

আজব এক রাজা। তার কাজ শুধু বছর বছর বিয়ে করা আর সন্তান জন্ম দেওয়া। অনেকে বলেন, প্রেমিক রাজা...

লিখেছেন **জামান আরশাদ**

প্রাচীন ও মধ্যযুগে রাজা বাদশাহরা কোন রাজ্য জয় করে খালি হাতে ফিরে আসতেন না। সঙ্গে আনতেন ওই রাজ্যের সবচেয়ে সুন্দরী রূপসী মেয়েটিকে। এভাবে রাজ্য জয় করতে করতে রাজা বাদশাহদের পত্নী, উপপত্নী মিলিয়ে ৫০ বা ৬০ বা তার চেয়ে বেশি হয়ে যেতো। সন্তান সংখ্যাও ওই রকম, ১শ বা ১৫০ ছাড়িয়ে যেতো। তবে মোটা দাগে সব রাজারাই যে এমন করতেন তা নয়। অধিকাংশ রাজারাই করতেন, ইতিহাসে তাদের কথা লেখা রয়েছে।

একবিংশ শতাব্দীতেও বিশ্বে একজন রাজা রয়েছেন, যিনি মধ্যযুগের রাজাদেরই অনুসরণ করেন। তাকে আধুনিক যুগে মধ্যযুগের প্রতিনিধি বলা যেতে পারে। তিনি সোয়াজিল্যান্ডের রাজা তৃতীয় সোয়াতি। দক্ষিণ আফ্রিকা ও মোজাম্বিকের প্রতিবেশী ছোট এই দেশটি বিশ্ব থেকে প্রায় ভিন্ন। দক্ষিণ আফ্রিকাই তাদের বিশ্ব। তাদের যা আছে তার অধিকাংশ রপ্তানি করে প্রোটিয়াসদের কাছে, বিনিময়ে পায় তাদের কাছ থেকে খাদ্যদ্রব্য, ওষুধ, জ্বালানি তেলসহ যা যা লাগে। দেশটিতে একচ্ছত্র রাজতন্ত্র। রাজা ডিক্রি জারি করে দেশ শাসন করেন। রাজার ডিক্রি তার প্রতিনিধিরা জনগণের কাছে প্রচার করেন। জনগণ বাস করে গ্রাম এলাকায়, দুর্গম পাহাড়ের কোলে। সভ্য জগতের নিয়ম কানুন তাদের ছুঁয়ে যায় না। তারা প্রায় আদিম।

রাজা সোয়াতিও প্রায় আদিম মানুষ। খালি গায়ে, উপজাতিদের বিশেষ পোশাকে তাকে চলা ফেরা করতে দেখা যায়। তাকে নিয়ে প্রতিবেশী দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা কী ভাবলো, কী বললো, তাতে তিনি মাথা ঘামান না। তার চরিত্রের সবচেয়ে মজার দিক হলো, বিয়ে করার বাতিক। এ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক বিয়ে ১৯টি, সন্তান সংখ্যা ৫০-এর ওপর। অনানুষ্ঠানিক বিয়ে আরো অনেক। প্রতি বছর পাহাড়ি এলাকায় তার দেশে সুন্দরী প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে আসে কৃষ্ণকায়া সুন্দরীরা। এই প্রতিযোগিতায় যিনি বিজয়ী হন, তার গলায় মালা পরান রাজা। এটাই নিয়ম। দেশের সব সুন্দরী তরুণীকে তিনি বিয়ে করেন। এভাবেই বাড়ছে তার বিয়ে ও সন্তানের সংখ্যা।

তবে এখানে আর একটা নিয়ম রয়েছে। বিজয়ী সুন্দরীকে বিয়ে করার আগে তার শারীরিক পরীক্ষা করা হয়। তার দেহে ঘাতক ব্যাধি এইডসের জীবাণু আছে কী না তা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয় দক্ষিণ আফ্রিকায়। সেখান থেকে পাশ করে এলে তারপর তাকে বিয়ে করেন রাজা সোয়াতি। তবে বিয়ের পরেই তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দেওয়া হয় না। বিয়ের পর ওই নারী গর্ভধারণ করতে সমর্থ হলেই তাকে স্ত্রী মর্যাদা দেওয়া হয়।

সোয়াজিল্যান্ডে রাজাদের এটাই ট্রাডিশন। রাজা সোয়াতির বাবা রাজা সোবুজা ১৯৮৬ সালে ৮২ বছর বয়সে মারা যান। ক্ষমতায় ছিলেন তিনি ৬১ বছর। এই দীর্ঘ সময়ে তার স্ত্রীর সংখ্যা ছিল ৬০ জনেরও বেশি। আর সন্তান-সন্ততি শতাধিক। বাবার মৃত্যুর পর মাত্র ১৮ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন রাজা সোয়াতি।

ক্ষমতা গ্রহণ করে সোয়াতিও তার বাবার পথ অনুসরণ করেন। বছর বছর একটি করে বিয়ে আর তাদের সম্ভোগ ছাড়া জনগণের ভাগ্যের উন্নয়নের জন্য কিছুই করতে পারেননি। তার বাবা ১৯৭৩ সালে সংবিধান স্থগিত করেছিলেন। নিষিদ্ধ করেছিলেন সব রাজনৈতিক দল। সোবুজার হিসাবে, গণতন্ত্র মানুষকে বিভক্ত করে। যেহেতু সোয়াজিল্যান্ডে সবাই একজাতি গোষ্ঠী, তাই রাজাই রাজার ক্ষমতাই চূড়ান্ত থাকা ভালো। সোয়াতিও তেমন মনে করেন। এ জন্য ভোগ বিলাসে দিন কাটিয়ে দিচ্ছেন।

তিনি প্রেমিক মানুষ হলেও যথেষ্ট স্বার্থপর। নিজে বিয়ে করার আগে এইচআইভি আছে কী না পরীক্ষা করিয়ে নেন। কিন্তু তার দেশের মানুষ এইডসে ভয়াবহ রকম আক্রান্ত। সেদেশের ৪০ শতাংশ মানুষ এই ঘাতক ব্যাধিটির শিকার। বতসোয়ানার পরে সোয়াজিল্যান্ডেই এইচআইভির এই মারাত্মক বিস্তার। পুরুষের গড় আয়ু মাত্র ৩৩ বছর। আর নারীদের ৩৫।

দেশের এই শোচনীয় অবস্থার পরও প্রেমিক রাজা সোয়াতি তার ১৯ স্ত্রীর জন্য ১৯টি প্রাসাদ নির্মাণ করে দিতে মন্ত্রিসভাকে বলেছেন। এ নিয়ে সমালোচনা থাকলেও তা মুখে প্রকাশ করছেন না কেউ। গত বছর তিনি একটি বিলাসবহুল মেব্যাচ গাড়ি কেনার জন্য ৫ লাখ ডলার ব্যয় করেছেন। এই গাড়িতে টেলিভিশন, ডিভিডি প্লেয়ার, ফ্রিজসহ নানা সুবিধা রয়েছে। সম্প্রতি কেনেন ৮ লাখ পাউন্ড খরচ করে তার আত্মীয় স্বজনের জন্য আরেকটি বিএমডব্লিউ। এই হলেন সোয়াতি। রাজা যেখানে জনগণের মঙ্গল চাইবেন সেখানে জনগণকেই রাজার মঙ্গলের (আসলে ভোগবিলাস) জন্য ভাবতে হয়। দেশের তরুণরা বেকারত্বের কারণে বিয়ে করতে না পারলেও রাজা ঠিকই বছর বছর বিয়ে করেন।